কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫৮ ❑ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ❑ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ ❑ ১৭ ভাদ্র-১৫ কার্তিক ❑ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ❑ ১৪৪৭ হিজরি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ রুহুল আমিন খান
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ ওসমান ভুইয়া
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)

মোঃ ইউসুফ আলী
সদস্য পরিচালক (সেচ)

মোঃ মজিবর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)

সৌরেন্দ্র নাথ সাহা
সদস্য পরিচালক (অর্থ)

মেরিনা সারমীন
সচিব (প্রতিকল্প)

সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল : biswasrakeeb@gmail.com

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা

মুদ্রণে : এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন
১১২/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯৭১৭৮৮৫৩৩

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দেশের কৃষির উন্নয়নে এ সংস্থার অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে। চাষের জন্য অপরিহার্য কৃষি উপকরণ বীজ, সেচ ও সার সরবরাহের মাধ্যমে বিএডিসি বাংলাদেশের কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছে। বিএডিসি'র কার্যক্রম দিনে দিনে আরো বেগবান ও সম্প্রসারিত হয়েছে। ১৯৬১ সালের ১৬ অক্টোবর যাত্রা শুরু করে বিএডিসি নিরবচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সেবা করে যাচ্ছে। বিএডিসি'র উন্নতমানের বীজ কৃষকের আস্থার প্রতিক, বিএডিসি'র আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব সেচ প্রযুক্তি ফসলের মাঠের অনিবার্য সঙ্গী, বিএডিসি'র মানসম্মত সার ফসলের সুষম পুষ্টির জন্য অপরিহার্য। কৃষির উপকরণ কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তাদের মেধা, সৃজনশীলতা ও পরিশ্রমের সম্মিলিত রূপ কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং স্বনির্ভর কৃষির দিকে অগ্রযাত্রা। 'যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন, আমরা আছি তাদের জন্য' এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত বিএডিসি এবার ৬৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনাসভায় এই পরিবর্তিত বাংলাদেশে বৈষম্যহীন একটি বিএডিসি গঠন করতে সবাই ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ তোলেন। জনবল কাঠামোকে দৃঢ়ীকরণ এবং বিএডিসি'র গণকর্মচারীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে সবাই এক হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিএডিসি'র বেতন স্কেল ভেটিং, গৃহনির্মাণ ঋণসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমরা আশা করি, বিএডিসি'র মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে সংস্থার দায়িত্বশীল সকলেই ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে কাজ করবেন।

ভেতরের পাতায়

কোন অবস্থাতেই ফসলি জমি নষ্ট করা যাবেনা: কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ০৩
টেকসই কৃষি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিএডিসির ভূমিকা অনন্য.....০৫
দিনাজপুরে 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' অনুষ্ঠিত.....০৬
মাঠ থেকে চাহিদার সঠিক তথ্য এলে সারের সংকট হবে না: বিএডিসি চেয়ারম্যান.....০৭
বিএডিসিতে কমিউনিটি সিড ব্যাংক ও প্রায়োগিক গবেষণা বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত.....০৮
বিএডিসি চেয়ারম্যানের বীজ ও সার গুদাম উদ্বোধন.....০৯
ফটিকছড়ির দুঃখ ঘোচাতে বিএডিসি'র ১৩ খাল পুনঃখনন.....১০
বিএডিসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছাত্তার গাজী, সাধারণ সম্পাদক আল আমিন.....১১
বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি হুমায়ুন, সম্পাদক আকিকুল.....১২
চট্টগ্রামে বিএডিসি'র খাল পুনঃখননে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ১৩
শীতে টবে যেসব শাক-সবজি চাষ করবেন.....১৪
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন: কৃষি উৎপাদনের টেকসই সহায়ক.....১৫
অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসের কৃষি.....১৭

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com , ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

কোন অবস্থাতেই ফসলি জমি নষ্ট করা যাবেনা: কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয়ের সাফল্য, অর্জন ও সার্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে কথা বলছেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জে. (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, কোন অবস্থাতেই ফসলি জমি নষ্ট করা যাবে না। দুই ফসলি ও তিন ফসলি জমিতে কোন স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। কৃষি জমি সংরক্ষণে কঠোর বিধান রেখে ভূমি ব্যবহারও কৃষি ভূমি সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়নের কাজ চলছে।

উপদেষ্টা গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিগত এক (০১) বছরে মন্ত্রণালয়ের সাফল্য, অর্জন ও সার্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ানসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপদেষ্টা জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ০১ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। তিনি বলেন, 'গত এক বছরে ৮৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার, বীজ ও চারা এবং অন্যান্য সহায়তা বাবদ ৮৯৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা প্রণোদনা দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন এবং কৃষিকে আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও লাভজনক খাতে রূপান্তর করা ছিলো সরকারের অগ্রাধিকার। গত এক বছরে কৃষি মন্ত্রণালয় এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে এবং তার ধারাবহিকতা চলমান রয়েছে।

দেশে খাদ্য শস্য উৎপাদনে আমরা ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করেছি। ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, তেলবীজ ও শাক-সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলমূল উৎপাদনেও আমরা ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি।

গত বছরের আগস্ট মাসে দেশের ২৩ টি জেলায় মারাত্মক বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। সময়মত বীজ, সার ও প্রণোদনা দেয়ায় কৃষকরা সে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। গত বোরো মৌসুমে ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি উৎপাদন হয়েছে।

ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ের রেখে যাওয়া সারের বকেয়া পরিশোধ করে চাহিদামত সার আমদানি করে সরবরাহ করা হয়েছে। দেশে সারের কোন ঘাটতি হয়নি। আগামী মৌসুমেও যাতে ঘাটতি না হয় সে লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সার আমদানিতে সকল সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়া হয়েছে। বৈশ্বিক মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এখন থেকে সার আমদানি হবে।

কৃষি জমি সংরক্ষণে কঠোর বিধান রেখে ভূমি ব্যবহারও কৃষি ভূমি সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়নের কাজ চলছে। কোন অবস্থাতেই ফসলি জমি নষ্ট করা যাবেনা। বর্ধিষ্ণু জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতে কৃষি জমি রক্ষায় আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি।

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন জাতের ফসল উদ্ভাবন করছে যা জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়ক। বিশেষ করে লবণাক্ততা ও খরা সহনশীল ধান ও অন্যান্য ফসলের জাত কৃষকদের মাঝে ইতোমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

রপ্তানিমুখী কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রেও আমরা বিশেষ অগ্রগতি করেছি। উদ্যানজাত ফসল, আম, কাঁঠাল, সবজি ও আলু রপ্তানিতে

নতুন বাজার সৃষ্টি হয়েছে। এ মৌসুমে চীনের বাজারে আম রপ্তানি নতুন দিগন্ত সূচনা করেছে। বিদেশে কৃষি পণ্যের নতুন নতুন বাজার খোঁজা অব্যাহত আছে।

কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে সরকার বাজার মনিটরিং ও বিভিন্ন নীতি সহায়তা প্রদান করেছে। কৃষিঋণ বিতরণ, সেচ ও সার সহায়তা অব্যাহত রয়েছে।

গত এক বছরের এ অগ্রগতি সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম এবং আমাদের কৃষক ভাইদের অবদানের ফল।

ভবিষ্যতে আমরা কৃষিকে আরও টেকসই ও রপ্তানিমুখী করতে চাই। নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন, কৃষি-প্রযুক্তি উদ্ভাবন, জলবায়ু পরিবর্তনসহনশীল কৃষি ব্যবস্থা এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

আমি এখন আপনাদের সামনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিগত ০১ (এক) বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরছি :

❑ গত এক বছরে ৮৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার, বীজ ও চারা এবং অন্যান্য সহায়তা বাবদ ৮৯৩ কোটি ২০ লক্ষ কোটি টাকা প্রণোদনা দেয়া হয়েছে।

❑ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আমন- ১৬৫.১৪৫ লক্ষ মে. টন, আউশ- ২৭.৯৩৪ লক্ষ মে. টন, বোরো- ২২৬.০৮২ লক্ষ মে. টন, মোট ধান (চালে)- ৪১৯.১৬১ মে.টন, আলু- ১১৫.৭৩৬ মে.টন, গম- ১০.৪১১ মে.টন, ভুট্টা- ৭৩.৯৯৪ মে.টন, পেঁয়াজ- ৪৪.৪৮৭ মে. টন, রসুন- ৭.৮৮৭ মে. টন, আদা- ২.৫১৪ মে.টন, কাঁচা মরিচ- ১৬.৪২৮ লক্ষ মে. টন উৎপাদিত হয়েছে।

❑ সারের বকেয়া ২০,৬৯১ (বিশ হাজার ছয়শত একানব্বই) কোটি টাকাসহ মোট ২৭,৬৮৪.৯৭ (সাতাশ হাজার ছয়শত চুরাশি দশমিক সাতানব্বই) কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। রাশিয়া থেকে বিনামূল্যে ৩০,০০০ মে.টন সার প্রাপ্তির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সার আমদানির সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়ায় সরকারের ২৩৩.৬১ (দুইশত তেত্রিশ দশমিক একষট্টি) কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯ হালনাগাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পাটকলের অব্যবহৃত গুদামকে সার মজুতের জন্য ব্যবহার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

❑ International Islamic Trade Finance Corporation বিএডিসিকে সার ক্রয়ে ২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার ঋণ প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যে ১০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ।

❑ জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বালাইনাশক বিধিমালা সংশোধন করা হচ্ছে।

❑ গত এক বছরে ২,৬৪৬.১১ (দুই হাজার ছয়শত ছেচল্লিশ দশমিক এগার কোটি) টাকা ব্যয়ে ০৯টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ০৩ টি পরিমার্জন ও ০২ টি প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে।

❑ শাক-সবজি সংরক্ষণে ১০০ মিনি কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা হচ্ছে। পেঁয়াজ ও আলু সংরক্ষণের জন্য এয়ারফ্লো মেশিন ও বিশেষ ঘর নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে। যার সুফল আমরা ইতিমধ্যে পাচ্ছি। আলুর দাম হিমাগার গেটে সর্বনিম্ন ২২ টাকা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কৃষকের কাছ থেকে ৫০,০০০ মে.টন আলু ক্রয় করা হবে।

❑ উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে ০৪ টি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে ও The Asia Pacific Association of Agricultural Research Institution (APARI) Executive Committee- এর সদস্যপদ লাভ ।

❑ কৃষিপণ্য রপ্তানি আয় ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে। চীনে প্রথমবারের মত আম রপ্তানি হয়েছে। চীনে কাঁঠাল ও পেয়ারা রপ্তানির প্রক্রিয়াগত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে । এ মৌসুমে ৬২ হাজার ৫১ টন আলু রপ্তানি হয়েছে; গাবতলীতে রপ্তানির জন্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ হচ্ছে।

❑ ফল ও সবজি চাষে উন্নত কৃষি চর্চার (GAP) অনুসরণ করা হচ্ছে। ১৫ টি ফসল [যথা আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বেগুন, বরবটি, লাউ, পটল, কাঁচা পেঁপে, আলু, বাঁধাকপি, চিচিঙ্গা, করলা, কচুর লতি, আনারস ও জারা লেবু]-এর GAP প্রোটোকল চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

❑ দেশে উৎপাদিত আঁশ তুলা (Raw Cotton)-কে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যা ০৫ জুন ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

❑ পরিবেশ রক্ষায় আকাশমণি ও ইউক্যালিপটাসের চারা ধ্বংস করা হয়েছে। বিপরীতে প্রতি চারায় ৪ টাকা প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। ৩৩ লাখ দেশীয় জাতের ফলজ ও বনজ গাছ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

❑ টেকসই, আধুনিক কৃষি ও সবার জন্য পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিতে কৃষি উন্নয়ন রূপরেখা পরিকল্পনা ২০২৫-২০৫০ তৈরি করা হচ্ছে।

❑ বিনা, ব্রি, বারি ও বিএআরসি উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের জাত কৃষকের হাতে সময় মতো পৌঁছানো হয়েছে। নতুন বীজ উদ্ভাবন দ্রুত মাঠে পৌঁছাতে সমন্বিত বীজ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

❑ দেশের প্রতিটি ভূমি মৌজাকে ডাটাবেজের আওতায় এনে সার, বীজ, বালাইনাশক, সেচ, ফসল বৈচিত্র্য, আবহাওয়া ও রোগ-বালাইসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সন্নিবেশিত করে একটি মোবাইল অ্যাপস 'খামারি' চালু করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের জন্য 'খামারি অ্যাপস' ও 'ক্রপ জোনিং সিস্টেম' বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

❑ কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে প্রণোদনা হিসেবে কৃষি বিভাগের ট্রাক ও ট্র্যাকিং সিস্টেম ব্যবহারের, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে আধুনিকীকরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজার গবেষণায় সম্পৃক্তকরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

❑ বীজ ব্যবস্থাপনা অনলাইনভিত্তিক করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

❑ কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ১০৯ জন বঞ্চিত কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে; ১৯ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা; ৬৪৫ জন কর্মকর্তাকে বদলি ও শতাধিক কর্মকর্তার দুর্নীতির তদন্ত করার জন্য দুদকে প্রেরণ করা হয়েছে।

❑ রাষ্ট্রীয় অর্থে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থাপনার নামকরণের ক্ষেত্রে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

টেকসই কৃষি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিএডিসি'র ভূমিকা অনন্য

-বিএডিসি'র ৬৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ৬৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) মোঃ রুহুল আমিন খান বলেন, দক্ষ কৃষি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে টেকসই কৃষি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিএডিসি অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

কৃষি ভবনস্থ সেমিনার হলে গত ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলো কৃষি। কৃষি ছাড়া দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থা কখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। আর এ কৃষি ব্যবস্থাপনাকে টেকসইরূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিএডিসি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিএডিসি'র ৬৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ, সুষম নন-ইউরিয়া সার এবং সেচ সুবিধাদি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে বিএডিসি'র রয়েছে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। সংস্থার কার্যক্রমের ব্যাপকতা, ধরণ পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষি ও কৃষকের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে বিএডিসিকে গড়ে তুলতে তিনি সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সততা, আন্তরিকতা ও অধিক দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে কর্ম সম্পাদনে ভূমিকা রাখার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক সার ব্যবস্থাপনা জনাব মোঃ ওসমান ভুইয়া, সদস্য পরিচালক বীজ ও উদ্যান জনাব মোঃ মজিবর রহমান, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব সৌরেন্দ্র নাথ সাহা, সংস্থার সাবেক সচিব জনাব মোঃ আমিনুল ইসলামসহ বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ১৯৬১ সালের ১৬ অক্টোবর বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এক অধ্যাদেশ বলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সরকার বিএডিসি'র মাধ্যমে ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন সার আমদানি করবে

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের চুক্তির আওতায় প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন সার ও ১০ হাজার মেট্রিক টন ফসফরিক অ্যাসিড আমদানির পাঁচটি পৃথক প্রস্তাবে গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার অনুমোদন দিয়েছে সরকার।

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির চলতি বছরের ৩৫তম সভায় এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আসন্ন চাষাবাদ মৌসুমের আগে কৃষি উপকরণের সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই সার মরক্কো এবং কানাডা থেকে আসবে।

শিল্প মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে বিদ্যমান চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি) এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) সমস্ত চালান আমদানি করবে।

প্রথম প্রস্তাবের ভিত্তিতে, বিএডিসি মরক্কোর ওসিপি নিউট্রিক্রপস থেকে ৫ম লটের প্রায় ৩০ হাজার মেট্রিক টন টিএসপি সার আমদানি করবে। এতে ব্যয় হবে ২১২ কোটি ৯৫ লাখ টাকা। যার প্রতি মেট্রিক টন সারের দাম পরবে ৫৭৯ মার্কিন ডলারে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে কানাডিয়ান কমার্শিয়াল কর্পোরেশন (সিসিসি) থেকে ৬ষ্ঠ লটের ৪০ হাজার মেট্রিক টন এমওপি সার আমদানি করা হবে। এতে ব্যয় হবে ১৭৭ কোটি ৩ লাখ টাকা। যার প্রতি মেট্রিক টনের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৬১ মার্কিন ডলার। তৃতীয় প্রস্তাবে বিএডিসি মরক্কোর ওসিপি নিউট্রিক্রপস থেকে ৪র্থ লটের ৪০ হাজার মেট্রিক টন ডিএপি সার আমদানি করবে। এতে ব্যয় হবে ৩৮১ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। যার প্রতি টনের মূল্য ৭৭৮ দশমিক ৩৩ মার্কিন ডলার।

এছাড়াও ক্রয় কমিটির সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের এক প্রস্তাবের ভিত্তিতে টিএসপিসিএল-এর জন্য প্রায় ১০২ কোটি ১৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ১০ হাজার মেট্রিক টন ফসফরিক অ্যাসিড আমদানি করা হবে বলে জানা গেছে।

তথ্যসূত্র: বাসস

দিনাজপুরে 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' অনুষ্ঠিত

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে দিনাজপুরের সোনাগাজীতে অবস্থিত বিএডিসি এগ্রো সার্ভিস সেন্টারে দিনব্যাপী 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' অনুষ্ঠিত হয়।

নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত তারুণ্যের উৎসবে দিনাজপুরের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

এ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসির চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মজিবর রহমান, মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) ড. মোঃ ইসবাত, মহাব্যবস্থাপক (বীজ)ত জনাব মোঃ আবীর হোসেনসহ বিএডিসি'র অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

দিনাজপুরে 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

দিনব্যাপী আয়োজনে ছাত্র-শিক্ষক প্রতিনিধিগণ এএসসি কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠান শেষে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান ছাত্র-শিক্ষক প্রতিনিধিদের মাঝে বিভিন্ন জাতের গাছের চারা বিতরণ করেন।

মানিকগঞ্জে পাটবীজ উৎপাদনকারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ৩০ অক্টোবর ২০২৫ সংস্থার পাটবীজ বিভাগের ঢাকা জোন কর্তৃক আয়োজিত বিএডিসি কমপ্লেক্স, মানিকগঞ্জ এ চুক্তিবদ্ধ পাটবীজ উৎপাদনকারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। জুম ভিডিও শেয়ারিং প্লাটফর্মে সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। পরে চেয়ারম্যান অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

প্রশিক্ষণে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মজিবর রহমান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাটবীজ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব দেবদাস সাহা, জনাব মনিরা রহমান যুগ্মপরিচালক (পাটবীজ), পূর্বাঞ্চল। আরও উপস্থিত ছিলেন উপপরিচালক, ডিএই, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিজেআরআই, ডিএসসিও, এসসিএ, উপব্যবস্থাক (পাটবীজ) কৃষিভবন, ঢাকা পাটবীজ জোনের উপপরিচালক মোঃ তাজুল ইসলাম ভূঞা এবং সহকারী পরিচালক (পাটবীজ) সহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও চুক্তিবদ্ধ চাষিগণ।

মানিকগঞ্জে অবস্থিত বিএডিসি কমপ্লেক্সে চুক্তিবদ্ধ পাটবীজ উৎপাদনকারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

মাঠ থেকে চাহিদার সঠিক তথ্য এলে সারের সংকট হবে না: বিএডিসি চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) মোঃ রুহুল আমিন খান বলেছেন, 'বর্তমানে দেশে কোনো সারের সংকট নেই। বিএডিসি চাহিদা অনুযায়ী ডিলারদের কাছে সময়মতো সার পৌঁছে দিচ্ছে। বিএডিসির কাজ হচ্ছে সার পৌঁছে দেওয়া, আর সারের চাহিদা যায় স্থানীয় সার-বীজ মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে। তাই অনেক সময় চাহিদার সঠিক হিসেব আসে না। এ কারণে চাহিদার তুলনায় সারের বরাদ্দ কম হয়। যদি মাঠ থেকে চাহিদার সঠিক হিসাব আসে, তাহলে সার সংকট হবে না।

ঠাকুরগাঁওয়ে পরিদর্শনের উদ্দেশে আগত বিএডিসি'র চেয়ারম্যানকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়

গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ শনিবার দুপুরে ঠাকুরগাঁওয়ের মাদারগঞ্জে বিএডিসি'র ২ হাজার ১০০ মেট্রিক টন পিএফজি সার গুদাম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।

এ সময় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান আরও বলেন, সারে সংকট সমাধানে কাজ করছি। আগে অনেক দূর থেকে ডিলারদের সার আনতে হতো। এখন জেলায় জেলায় সারের আধুনিক গুদাম তৈরি করা হচ্ছে। অল্প সময়ে, অল্প খরচে টাকা জমা দিয়ে গুদাম থেকে ডিলাররা দ্রুত সময়ে সার এলাকায় নিয়ে যাবে। চাষিরাও সময়মতো সার পাবেন। দূরের জেলাগুলোতে আগে সার মজুদ করা হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ ওসমান ভুইয়া, প্রকল্প পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) মোঃ মুজিবুর রহমান খান, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী, বিএডিসির ঠাকুরগাঁও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের উপ পরিচালক মো: ফারুক হোসেন, কন্ট্রাক্ট গ্রোয়াসের উপপরিচালক মো. রুহুল আমিন, পঞ্চগড় বিএডিসি হিমাগারের উপ-পরিচালক মো. সামসুজ্জোহা প্রামানিক, ঠাকুরগাঁও ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোদাচ্ছের আলী, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান রাজু, বিএডিসি সার বীজ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এনামুল হক সরকারসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সেচ) এর গাজীপুরের বেলাই বিলসহ বিভিন্ন স্থানে সেচ কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ শনিবার বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সেচ) জনাব মোঃ ইউসুফ আলী গাজীপুরের কালিগঞ্জ উপজেলার নরুন ও বক্তারপুরে বেলাই বিল, গিদরিয়া, স্টুয়ার্ট বার্নার্ড ও নলি খাল, থ্রেশিং ও সানিং ফ্লোরের সাইট; শ্রীপুর উপজেলার মার্তা ও সাপখালী খাল, চরদমদমা এলএলপি এবং সদর উপজেলার চিলাই খাল, সুকুন্দি এলএলপিসহ বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের ইতোপূর্বে সম্পাদিত এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন সাইট পরিদর্শন করেন। পরে তিনি কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় তাঁর সাথে বিএডিসি'র উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সদস্য পরিচালক গাজীপুরে বিএডিসি সেচ ক্যাম্পাস পরিদর্শন ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সেচ) গাজীপুরের বেলাইবিলসহ বিভিন্ন স্থানে সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন

বিএডিসিতে কমিউনিটি সিড ব্যাংক ও প্রায়োগিক গবেষণা বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

রাজধানী ঢাকায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদর দপ্তরস্থ সেমিনার হলে Community Seed Bank and Adaptive Research এর উপর গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিএডিসি'র পার্টনার প্রকল্পের অর্থায়নে এবং গবেষণা সেলের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মশালায় সংশিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ, বিএডিসি'র বিভিন্ন বিভাগ ও উইং প্রধানসহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কমিউনিটি সিড ব্যাংক বিষয়ে কর্মশালায় কথা বলছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান বলেন, দেশের সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় বিএডিসি'র ভূমিকা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। ম্যান্ডেট অনুযায়ী গবেষণা ক্ষেত্রেও বর্তমানে বিএডিসি জোরালো ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। গবেষণা সেলের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ফসল ও ফলের ৩৯টি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে এবং বর্তমানে ১৪টি বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান আরও বলেন, বিএডিসি'র মাধ্যমে ১০টি কমিউনিটি বীজ ব্যাংক চালু করা হয়েছে। কমিউনিটি বীজ ব্যাংকের মাধ্যমে বিলুপ্ত প্রায় স্থানীয় জাতসমূহ পুনরুদ্ধারে বিএডিসি কাজ করে যাচ্ছে এবং ৭০টি স্থানীয় ধানের জাতের পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কাটারীভোগ, কালিজিরা, তুলসীমালা, রাতাবোরো ও গাইঞ্জা ইত্যাদি জাতের উপর তিনটি বীজ বর্ধন খামারে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো অঞ্চল উপযোগী স্থানীয় ধানের চাষ সীমিত পরিসরে করা হচ্ছে। কমিউনিটি বীজ ব্যাংকের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে স্থানীয় জাত পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি কৃষকরাও এক্ষেত্রে চাষাবাদে অধিক উৎসাহিত হবেন বলে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিএডিসি'র কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে মরক্কোর প্রতিনিধিবৃন্দ

বিএডিসি'র কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও মরক্কোর প্রতিনিধি দল

গত ২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার গাজীপুরে কাশিমপুরে অবস্থিত উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন OCP ফাউন্ডেশন মরক্কো এর প্রতিনিধিবৃন্দ।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং অধিশাখা) জনাব মোঃ খোরশেদ আলম, বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) ড. মোঃ ইসবাত ও কেন্দ্রের যুগ্মপরিচালক (উদ্যান) জনাব ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলমসহ কেন্দ্রের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

পরিদর্শন শেষে OCP ফাউন্ডেশন মরক্কো ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমের প্রতি ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সাফল্য কামনা করেন।

বিএডিসি চেয়ারম্যানের বীজ ও সার গুদাম উদ্বোধন

দিনাজপুরের পুলহাটস্থ কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স কার্যালয়ে পার্টনার প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত ২০০ মেট্রিক টন গুদাম উদ্বোধন করে দোয়া করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলাস্থ বিএডিসি'র বিভিন্ন উইংয়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

গত ১৭-২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত পরিদর্শনকালে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান 'পার্টনার প্রকল্প' এর মাধ্যমে দিনাজপুরে নির্মিত ২০০ মে.টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন বীজ গুদাম ও সার প্রকল্পের অর্থায়নে ঠাকুরগাঁও এ ২১০০ মে. টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন সার গুদাম উদ্বোধনসহ পাট বীজের গ্রো আউট টেস্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় তিনি বলেন, কৃষকদের নিকট বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ ও নন- ইউরিয়া সার যথাসময়ে সরবরাহে বিএডিসি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষকরা যাতে ন্যায্যমূল্যে ও কোনরূপ হয়রানি ছাড়া বীজ ও সার প্রাপ্তিতে সক্ষম হয় সে বিষয়ে অধিক দায়িত্বশীলতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কার্য সম্পাদনে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

অন্যদিকে দিনাজপুরস্থ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত "সার সংরক্ষণ ও সরবরাহ এবং সুষম সার ব্যবহার" শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থিত থেকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, পরিমিত সার ব্যবহারে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

অনলাইনে বিএডিসি'র ফি ও চার্জ আদায় করবে সোনালী ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) সেচ চার্জ, সার-বীজ বিক্রয় এবং ঠিকাদার/ডিলার লাইসেন্স নবায়ন ফিসহ বিভিন্ন ফি ও চার্জ আদায় করবে সোনালী ব্যাংক পিএলসি। এ উদ্দেশ্যে ব্যাংকটি নিজস্ব সফটওয়্যার সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করবে।

গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বুধবার এই বিষয়ে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সোনালী ব্যাংক পিএলসির ফেসবুক পেজ থেকে এ তথ্য জানা যায়।

সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিএডিসি'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরস্পর চুক্তিপত্র হস্তান্তর করেন সোনালী ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. রফিকুল ইসলাম এবং বিএডিসির সদস্য পরিচালক (অর্থ) সৌরেন্দ্র নাথ সাহা।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনালী ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার আকলিমা ইসলাম, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মো. আমিনুর রহমান খান, বিএডিসি'র সাবেক সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং সোনালী ব্যাংক কৃষি ভবন শাখার এজিএম মোঃ সিরাজুল ইসলামসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

ফটিকছড়ির দুঃখ ঘোচাতে বিএডিসি'র ১৩ খাল পুনঃখনন

বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তির পাশাপাশি স্থানীয় কয়েক'শ হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় আনতে চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) উদ্যোগে ১৩ টি খাল পুনঃখনন করা হয়েছে।

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা ও পাহাড়ি ঢলের দুর্ভোগ লাঘবে আশার আলো দেখাচ্ছে বিএডিসি'র খাল খনন প্রকল্প। প্রতিবছর বর্ষায় ভয়াবহ বন্যায় কৃষি, মৎস্য ও অবকাঠামো খাতে যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হতো, এবার সেই দুঃখ ঘোচাতে এগিয়ে এসেছে সরকার। উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নে ইতোমধ্যে ৩৩ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা কৃষকের ফসল বাঁচাতে ও অনাবাদি জমিকে চাষযোগ্য করে তুলতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিএডিসি সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূ-পরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ এই দুই অর্থবছরে ফটিকছড়ি উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে ৩৩ কিলোমিটারের অধিক খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। এতে

ব্যয় হয়েছে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা। পুনঃখননকৃত খালগুলো হলো: পাইন্দং ইউনিয়নের পাইন্দং খাল ও পাটিয়ালছড়ি খাল, দাঁতমারা ইউনিয়নের দাঁতমারা খাল ও করালিয়া ছড়া, ভুজপুর ইউনিয়নের হরিণা খাল, সমিতিরহাট ইউনিয়নের হিন্দুনীছড়া, মরা হালদা ছড়া, হিন্দুনী ছড়া শাখা খাল, জাফতনগর ইউনিয়নের বোলার মা খাল, হেরগাজী খাল ও খনখাইয়া খাল, বক্তপুর ইউনিয়নের ইছাছড়া খাল, ধর্মপুর ইউনিয়নের খনখাইয়া খাল, যা খননকাজ এখনও চলমান।

ভুজপুরের কৃষক নুরুল আলম বলেন, হরিণা খালটি দীর্ঘদিন অকেজো ছিল, কৃষকদের কোনো কাজে আসত না। খালটি পুনঃখনন হওয়ায় এখন হয়তো আমাদের ভাগ্য বদলাবে।

ধর্মপুরের কৃষক মহিউদ্দিন বলেন, প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতার কারণে চাষিরা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে। তারপর রয়েছে পাহাড়ি ঢল আতঙ্ক। এবার মরা খনখাইয়া খালটি খনন করছে বিএডিসি। এবার এ অঞ্চলের জলাবদ্ধতা দূর হবে এবং কৃষকের মুখে হাসি ফোটাবে। পাইন্দং ইউনিয়নের কৃষক আব্দুর জব্বর বলেন, খাল পুনঃখননে সব জমি চাষাবাদের আওতায় আসবে।

বিএডিসির উপসহকারী কর্মকর্তা দীপন চাকমা জানান, আমরা ইতোমধ্যে উপজেলা বিভিন্ন ইউনিয়নে প্রায় ১৩টি খাল পুনঃখনন করেছি। আরও বেশ কয়েকটি খাল পুনঃখননের প্রস্তাব রয়েছে। ধাপে ধাপে কাজ সম্পন্ন হলে কৃষি উৎপাদন ও জলাবদ্ধতা দুটোই নিশ্চিত হবে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আবু সালেক জানান, বিএডিসি একটি যুগান্তকারী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ফটিকছড়িতে। এর ফলে এলাকাবাসী জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবেন ।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, বিএডিসি ইতোমধ্যে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে প্রায় ১৩টি খাল পুনঃখননের কাজ শেষ করেছে। এর ফলে খালের পানি ধারণক্ষমতা বাড়বে, হালদা নদীর জোয়ারের পানি খালের বিভিন্ন প্রান্তে ঢুকবে, শুষ্ক মৌসুমে চাষিরা সেচ দিতে পারবে আবার বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতার হাত থেকে ফসল রক্ষা পাবে।

সংকলিত: প্রতিদিনের বাংলাদেশ

তারিখ ৫ অক্টোবর ২০২৫

যশোরে বিএডিসি'র ডিলার প্রশিক্ষণ

যশোরে বিএডিসির উদ্যোগে দিনব্যাপী ডিলার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বিএডিসির বীজ বিপণন বিভাগের উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে মাগুরা ও নড়াইল জেলার ডিলাররা অংশগ্রহণ করেন। কৃষক পর্যায়ে বিএডিসির বীজ সরবরাহ জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএডিসির বীজ বিপণন বিভাগের খুলনা বিভাগীয় যুগ্ম পরিচালক কৃষিবিদ একেএম কামরুজ্জামান।

বীজ বিপণন যশোরের উপপরিচালক কৃষিবিদ হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুগ্ম পরিচালক (সার) কৃষিবিদ রোকনুজ্জামান, যুগ্ম পরিচালক (পাটবীজ) কৃষিবিদ শফিকুল ইসলাম খাঁন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোশারফ হোসেন ও উপপরিচালক বীজ প্রক্রিয়াকরণ কৃষিবিদ শামীম রানা।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একেএম কামরুজ্জামান বলেন, বিএডিসি ভর্তুকি মূল্যে ডিলারদের বীজ সরবরাহ করে থাকে। যাতে করে কৃষক অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে ভালো বীজ পেতে পারে। ডিলারদের কৃষকের কাছে এই বীজ পৌঁছে দিতে আরো বেশি আন্তরিক হতে হবে। তাদেরকে হতে হবে ডিজিটাল। বিএডিসি থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত নির্দেশনাসমূহ পালনের ক্ষেত্রে উপস্থিত ডিলারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিএডিসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছাত্তার গাজী, সাধারণ সম্পাদক আল আমিন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচন ২০২৫ এ মো. আ. ছাত্তার গাজী সভাপতি এবং মোঃ আল আমিন সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী হয়েছেন। এছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক পদে রিয়াজ উদ্দিন এবং কোষাধ্যক্ষ পদে মো: হাবিবুর রহমান বিজয়ী হন। অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের উপস্থিতিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) রুনা লায়লা বিএডিসি'র সেমিনার হলে গত ১ নভেম্বর শনিবার বিকাল ৫ টায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন।

নির্বাচনের দিন সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত বিএডিসি'র অর্থ ও প্রশাসন পুলের কর্মকর্তারা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সভাপতি পদে বিজয়ী প্রার্থী মো. আ. ছাত্তার গাজী সংস্থার (প্রধান) মনিটরিং হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বিএডিসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ নবনির্বাচিত কমিটি কে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান অভিনন্দন জানান

সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী মোঃ আল আমিন সংস্থায় যুগ্মনিয়ন্ত্রক (অডিট) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বিজয়ী মোঃ রিয়াজ উদ্দিন উপহিসাব নিয়ন্ত্রক (সদর) এবং কোষাধ্যক্ষ পদে বিজয়ী মোঃ হাবিবুর রহমান উপব্যবস্থাপক (ক্রয়) পদে কর্মরত।

নির্বাচিত হয়ে সভাপতি আ. ছাত্তার গাজী বলেন, আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা এবং মূল্যবান ভোট প্রদানের কারণে আমি আজ ৬০% ভোট পেয়ে বিএডিসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি। এর সকল কৃতিত্ব আপনাদের। আমি কেবল আমার চেষ্টাটা করে গেছি; সেটাও অনেকটা নীরবে। এখন বিজয়ী ও বিজিত সকলকে নিয়ে আমরা একটা শক্তিশালী অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তুলবো ইনশাআল্লাহ। আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের সক্রিয় সহযোগিতা করবেন বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। সংস্থার কর্মকর্তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করতে আমরা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করবো।

সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী মো: আল আমিন বলেন, আমার বিজয় মানে সবারই বিজয়। আমি পরাজিত প্রার্থী আমার সহকর্মীদের সাথে নিয়ে বিএডিসি'র কল্যাণে কাজ করবো। ইশতেহারে প্রদত্ত কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করতে আমি সবার সহযোগিতা চাই। বিএডিসি'র কর্মকর্তাবৃন্দের কল্যাণ সাধনে আমাদের কমিটি কাজ করবে।

কৃষকদের সেচ দক্ষতা বাড়াতে মাগুরায় বিএডিসি'র প্রশিক্ষণ

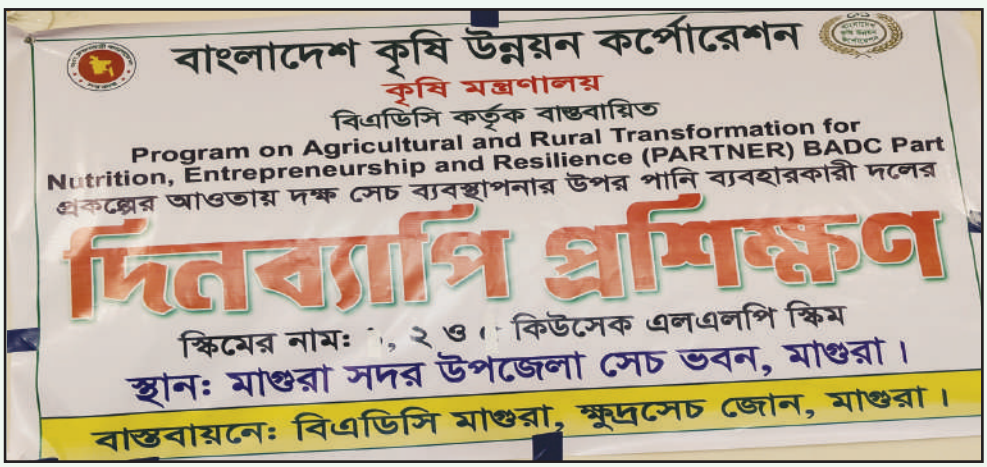

মাগুরা সদর উপজেলা সেচ ভবনে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকে

জেলার সদর উপজেলায় কৃষকদের সেচ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও পানির অপচয় রোধে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিএডিসি মাগুরা জোন দপ্তরের আয়োজনে ২৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকালে মাগুরা সদর উপজেলার হাজিরপুর ইউনিয়নের আলাইপুর ব্লকে সেচ ভবনের হলরুমে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ৭৫ জন কৃষক এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

বিএডিসি মাগুরা জোন দপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী মো. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোজ্জামেল হক।

বক্তারা বলেন, সেচের পানির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে ফসলের উৎপাদন বাড়বে এবং পানির অপচয়ও অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।

এ সময় কৃষকদের সেচ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, পানির সাশ্রয়ী কৌশল এবং মাঠপর্যায়ে সঠিক সেচ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কর্মশালাটি বাস্তবায়ন করে বিএডিসি, সেচ জোন, মাগুরা। এটি 'Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER)–BADC Part' প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত হয়।

বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি হুমায়ুন, সম্পাদক আকিকুল

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) কৃষিবিদ সমিতির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে সভাপতি পদে কৃষিবিদ মোঃ হুমায়ুন কবির ও সাধারণ সম্পাদক পদে কৃষিবিদ ড. মোঃ আকিকুল ইসলাম আকিক বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে ৩০টি পদে দুইটি প্যানেলে মোট ৬০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই নির্বাচনে হুমায়ুন-আতিকুল প্যানেল ৩০টি পদের মধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ২১টি পদেই জয়লাভ করে বিএডিসিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

রাজধানীর গাবতলী বিএডিসি কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার অডিটোরিয়ামে গত ৪ অক্টোবর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ। নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৩০০ জন।

হুমায়ুন-আতিকুল প্যানেলে নির্বাচিত অন্যরা হলেন- যুগ্ম সম্পাদক কৃষিবিদ মীর এনামুল হক (মুন্না) ও কৃষিবিদ মোঃ ফারুক হোসেন, দপ্তর সম্পাদক কৃষিবিদ মোঃ নেয়ামুল নাসির, সাংগঠনিক সম্পাদক কৃষিবিদ কে এম আবুল কালাম (আজাদ), কোষাধক্ষ্য কৃষিবিদ মোঃ আব্দুর রহমান চৌধুরী (দুলাল), সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক কৃষিবিদ লায়লা আক্তার, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ শাহীনুর ইসলাম (সুমন)। এছাড়াও সদস্য পদে কৃষিবিদ ড. মোঃ নাজমুল ইসলাম মানিক, কৃষিবিদ মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, কৃষিবিদ এ কে এম কামরুজ্জামান (শাহীন), কৃষিবিদ মোঃ শহীদুল ইসলাম (শিপন), কৃষিবিদ মোঃ এনামুল হক, কৃষিবিদ মোঃ হারুন অর রশীদ, কৃষিবিদ মোঃ আশরাফুল আলম, কৃষিবিদ মোঃ আওলাদ হাসান সিদ্দিকী।

বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ নবনির্বাচিত কমিটিকে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান ফুল দিয়ে বরণ করে নেন

মোহাম্মদ মাহমুদুল আলম-শফিকুল প্যানেলের নির্বাচিতরা হলেন- জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি কৃষিবিদ ড. মোঃ মাহাবুবুর রহমান, সহ-সভাপতি কৃষিবিদ খালেদুম মনিরা, প্রচার সম্পাদক কৃষিবিদ মোঃ নাসির উদ্দিন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক কৃষিবিদ মোঃ হাফিজুর রহমান, কৃষি, পরিবেশ ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ ড. মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম। সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন কৃষিবিদ ড. মোঃ ইসবাত, কৃষিবিদ মোঃ আল মামুন মেহেদী হাসান, কৃষিবিদ ড. মোঃ ইব্রাহিম খলিল, কৃষিবিদ ড. বশির আহম্মেদ।

বিএডিসি'র বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবাসমূহ সহজীকরণ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবাসমূহ সহজীকরণ করার লক্ষ্যে বিদ্যমান অটোমেশন পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতে কি ধরণের অটোমেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় এ বিষয়ে গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সদস্য পরিচালক (সেচ) জনাব মোঃ ইউসুফ আলী এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় অন্যান্য সদস্য পরিচালকগণসহ বিভাগীয় প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসি'র বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবাসমূহ সহজীকরণ সংক্রান্ত সভায় সভাপতিত্ব করছেন সদস্য পরিচালক (সেচ) জনাব মোঃ ইউসুফ আলী

চট্টগ্রামে বিএডিসি'র খাল পুনঃখননে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

পাহাড়ি জনপদ, মিঠা পানির অভাব, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টিসহ প্রাকৃতিক নানা কারণে কৃষিতে চট্টগ্রামের অবদান অনেকটাই কম। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। প্রতিবছর প্রবৃদ্ধি হচ্ছে ফসল উৎপাদনে। যার মধ্যে দক্ষিণ চট্টগ্রামের অবদান সবচেয়ে বেশি। কৃষি বিভাগের নানামুখী পদক্ষেপের কারণে একফসলি জমিগুলোতে এখন বছরে কমপক্ষে দুটি, কোথাও কোথাও তিনটি করে ফসল হচ্ছে। এতে একদিকে, যেমন কৃষকের মুখে হাসি ফুটছে, অন্যদিকে দেশ খাদ্যে স্বনির্ভর হয়ে ওঠায় অবদান রাখছে। আর এসবই সম্ভব হয়েছে ফসলি মাঠের ভেতর দিয়ে খাল খনন করার ফলে।

পাখির চোখে বিএডিসি'র মাধ্যমে খননকৃত খালের আশেপাশে বিস্তির্ণ ফসলের মাঠ

চট্টগ্রামের চন্দনাইশের নতুন চরখাগরিয়া এলাকা। বিশাল মাঠে ধান চাষে ব্যস্ত কয়েকশ' কৃষক। কেউ ধান লাগাচ্ছেন কেউবা জমি প্রস্তুত করছেন। কৃষকরা জানান, গত বছর পর্যন্ত বর্ষা মৌসুমে কোথাও হাঁটু পানি আবার কোথাও কোমর পানিতে নিমজ্জিত থাকত পুরো মাঠ। দূর থেকে দেখে বিল মনে হতো। কিন্তু এবারের চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা।

এক ফসলি জমিটিতে এবারই প্রথমবারের মতো দুই ফসল করার প্রস্তুতি নিচ্ছে কৃষকরা। মাঠের মধ্য দিয়ে খাল খননের কারণে বৃষ্টিতে জমে থাকা পানি এই খাল দিয়ে নিষ্কাশন হচ্ছে অনায়াসে। আবার জোয়ারের সময় শঙ্খ নদীর মিঠা পানি ঢুকছে খালে। সেখান থেকে কৃষকরা শ্যালো মেশিনের মাধ্যমে ফিতা পাইপ ব্যবহার করে নিয়ে যাচ্ছে মাঠে। ভাটার সময় আবার এই পানি নেমে যাচ্ছে। দিনে অন্তত দু'বার ভূ-পরস্থ পানি ব্যবহার করা যাচ্ছে ফসল উৎপাদনে।

এই মাঠে আড়াই একর চাষযোগ্য জমি আছে আব্দুল মজিদের। সেই জমিতে ধান চাষে ব্যস্ত তিনি। মজিদ জানান, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে এসব খাল প্রথম খনন করা হয়েছিল। এরপর আর খালনির্ভর কৃষিতে মনোযোগী হয়নি কোনো সরকার। ফলে খালগুলো একরকম নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছিল।

সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) ভরাট হওয়া খালগুলো পুনঃখনন করায় কৃষকদের অনেক লাভ হয়েছে। বহু বছর পর জমিতে এবার দুই ফসল করছেন তারা। অনেক কৃষক একটু পরিকল্পিতভাবে ধানের সঙ্গে রবিশষ্য মিলিয়ে তিন ফসল উৎপাদনের প্রস্তুতিও নিচ্ছেন।

চাষাবাদে ব্যস্ত নবী আলম জানান, শুষ্ক মৌসুমে আগে ডিপ টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করে চাষাবাদ করতেন তারা। এবার প্রথমবারের মতো নদী থেকে আসা জোয়ারের পানি দিয়ে চাষাবাদ করছেন। টিউবওয়েলের পানিতে এক একর জমিতে ৮০ মণ ধান হলে জোয়ারের পানিতে ১০০ হয় মণ। অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও অন্তত ২০ ভাগ ফলন বেশি হয়।

কৃষক আব্দুল মাবুদ জানান, একটি খালের কারণে কয়েক হাজার একর জমি চাষাবাদের সুফল পাচ্ছে। চন্দনাইশ ছাড়াও সাতকানিয়ার কয়েকটি মাঠ এই একটি খালের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

একইভাবে সাতকানিয়া উপজেলার কাঞ্চনা ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নয়াখালটিও পুনঃখনন করা হয়েছে। এতে কৃষিতে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খোলার পাশাপাশি খালনির্ভর জীববৈচিত্রে ফিরেছে প্রাণচাঞ্চল্য। স্থানীয় কৃষকরা জানান, খালটি ভরাট ও দখল হয়ে যাওয়ার কারণে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে পূর্ব কাঞ্চনা বিলে বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা ও শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির অভাবে কয়েকশ হেক্টর জমি দীর্ঘদিন ধরে অনাবাদি হিসেবে পড়ে আছে। বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার কারণে আমন ধানের চাষাবাদ এবং বোরো মৌসুমে পানির অভাবে চাষাবাদ করা সম্ভব হতো না। কিন্তু খালটি খনন করায় জলাবদ্ধতা নিরসন হয়েছে।

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ভরাশঙ্খ-সাতছড়ি খাল। প্রায় ১৮ কিলোমিটার লম্বা এই খালটি বিভিন্ন পাহাড়ি ছড়া থেকে উৎপত্তি হয়ে বৈলতলী, খাগরিয়া, সাতবাড়িয়া, দোহাজারী ও হাসিমপুর ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শঙ্খ নদীতে মিশেছে। এই খালের উপরের অংশে বিভিন্ন পাহাড়ি ছড়ার পানি ও নিচের অংশে শঙ্খ নদীর জোয়ার-ভাটার প্রভাব স্পষ্ট। এতে পাহাড়ি ও সমতলের বিপুল পরিমাণ জমি চাষাবাদের আওতায় এসেছে। অথচ দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে খালটি পুনঃখনন না হওয়ায় বর্ষায় জলাবদ্ধতা, শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকটে ভুগছিল কৃষি জমি ও জীববৈচিত্র্য।

চাষাবাদের পাশাপাশি খালের মাছ, কাঁকড়া, শামুকসহ নানা জলজ প্রাণী বিলুপ্তির পথে চলে গিয়েছিল। পুনঃখননের পর খালটির নাব্য ফেরার পাশাপাশি বিলুপ্তপ্রায় জলজ প্রাণির দেখা মিলছে। ছোট মাছ, ব্যাঙ, জলজ উদ্ভিদসহ নানা প্রজাতির প্রাণির বিচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন দোহাজারী জোনের সহকারী প্রকৌশলী মো. বেলাল হোসেন জানান, ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরে 'ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প'-এর আওতায় নয়া খালটি দুই কিলোমিটার এলাকা পুনঃখনন করা

হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৬০০ একর অনাবাদী জমি চাষাবাদের আওতায় এসেছে। এছাড়া ভরাশঙ্খ-সাতছড়ি খালটিও ইতোমধ্যে ১২ কিলোমিটার এলাকা পুনঃখনন করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় চার হাজার একর জমি জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে সেচ সুবিধার আওতায় এসেছে। খালের অবশিষ্ট ছয় কিলোমিটার চলতি অর্থবছরে খননের পরিকল্পনা রয়েছে।

সাতকানিয়ার কাঞ্চনা গ্রামের স্কুলশিক্ষক মোজাফফর আহমদ জানান, খালের পানি দিয়ে শুধু সেচ কাজই নয়। জোয়ারের সময় খালগুলোর মাধ্যমে কৃষিপণ্য ও গৃহস্থালি জিনিস নৌপথে পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে। যা স্থানীয় যোগাযোগ ও স্থানীয় অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তন এনেছে।

প্রকল্প পরিচালক, প্রকৌশলী মো. নুরুল ইসলাম জানান, আগে কৃষি বলতে দেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলকে বোঝানো হতো। আর তাই কৃষির মানোন্নয়নে এখানে আগে তেমন বড় কোনো প্রকল্পও নেয়নি সরকার। কিন্তু এখন সেই ধারণা পাল্টাতে শুরু করেছে। পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ বৃহত্তর চট্টগ্রামে কৃষিতে বিপ্লব ঘটেছে।

তিনি বলেন, পাহাড়ের পাদদেশের এলাকাগুলো একটু বিশেষ এলাকা। তাই এখানকার চাষাবাদের পদ্ধতিও সমতলের সঙ্গে একটু আলাদা। পরিকল্পিতভাবে চাষাবাদ করলে ফলন হবে সমতলের চেয়ে বেশি। কয়েক বছর ধরে কাজ করতে গিয়ে সেই প্রমাণ পাওয়া গেছে। কারণ এখানকার সব নদীই জোয়ার-ভাটার নদী। তাই খালগুলোতে পানির প্রবাহ আনতে পারলে ফলন হবে বেশি, খরচও কমবে। একই সঙ্গে মাটির ভূ-গর্ভস্থ পানি অপচয় থেকে রক্ষা পাবে।

তথ্যসূত্র: দৈনিক আমার দেশ
৩০ অক্টোবর ২০২৫

শীতে টবে যেসব শাক-সবজি চাষ করবেন

শীতে টবে সবজি চাষের নিয়ম-কানুন :

যা চাষ করবেন: টমেটো, বেগুন, মরিচ, শসা, ঝিঙ্গা, মিষ্টি কুমড়া, মটরশুটি, কলমি শুটি, কলমি শাক, লাউ, পুঁই শাক, পেঁপে, পুদিনা পাতা, ধনে পাতা, থানকুনি, লেটুস, ব্রোকলি প্রভৃতি।

টবের মাটি: মাটি হতে হবে ঝরঝরে, হালকা এবং পানি ধরে রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন। মাটি চালনি দিয়ে চেলে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। দুই ভাগ বেলে দো-আঁশ মাটির সঙ্গে দুই ভাগ জৈব সার মিলিয়ে বীজতলার মাটি তৈরি করতে হয়। মাটি এঁটেল হলে একভাগ বালি মিশিয়ে হালকা করে নিতে হয়। মাটিকে জীবাণুমুক্ত করে চারাকে রোগবালাই থেকে রক্ষা করতে হয়। সাধারণত ১ লিটার ফরমালডিহাইড শতকরা ৪০ ভাগ ৪০ লিটার পানিতে মিশিয়ে এই দ্রবণের ২৫ লিটার প্রতি ঘন মিটার মাটিতে কয়েক কিস্তিতে ভিজিয়ে দিতে হয়। এরপর দু'দিন চটের কাপড় দিয়ে মাটি ঢেকে রেখে পরে চট উঠিয়ে দিলে মাটি জীবাণুমুক্ত হয়।

বীজ বপন: মাটি হালকা ঝরঝরে করে টবের উপরের ভাগ সমতল করতে হবে। হালকাভাবে বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর জৈব সার দিয়ে বীজগুলোকে ঢেকে দিতে হবে।

সেচ: নিয়মিত ছোট ছোট ছিদ্রযুক্ত ঝাজরি দিয়ে পানি দিতে হবে। পানির ঝাপটায় যাতে বীজের উপর জৈব সারের আবরণ সরে না যায়। আকারে ছোট বীজগুলোর উপর দিয়ে পানি দিলে পানির ধাক্কায় এক স্থানে অঙ্কুরোদগমে ব্যঘাত ঘটতে পারে। তাই সব টবের উপর দিয়ে পানি না দিয়ে তলা দিয়ে সেচের ব্যবস্থা করা উচিত।

টবে শীতকালীন সবজি চাষ

পরিচর্যা: হেপ্টোক্লোর ৪০ পরিমাণ মত দিয়ে পিঁপড়া ও মাকড়সার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়। পাখির হাত থেকে ফসল বাঁচাতে হলে টবের উপর তারের বা নাইলনের জাল দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। টবের মাটিতে বীজ বপনের আগে বিভিন্ন প্রকার আগাছা জন্মাতে পারে। তাই নিড়ানি দিয়ে খুঁচিয়ে তুলে ফেলতে হবে। চারার গোড়ায় যেন আঘাত না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। টবগুলো অবশ্যই আলো-বাতাসযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে।

সবজি সংগ্রহ: সবজি বেশিদিন গাছে না রেখে নরম থাকতেই তুলে খাওয়া ভালো। সবজি গাছ থেকে ছিঁড়ে সংগ্রহ করা যাবে না। আস্তে করে কেটে সংগ্রহ করতে হবে। তাহলে সবজি গাছের কোন ক্ষতি হবে না।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন: কৃষি উৎপাদনের টেকসই সহায়ক

দেশের কৃষি উন্নয়নে বিএডিসি'র অবদান অসামান্য। প্রতিকী ছবিতে কৃষক ও নানা জাতের ফসল

সারাদেশে কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত নেটওর্য়াকের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকরাও সহজে সেবা পাচ্ছে কৃষকের আয় ও উৎপাদন বাড়িয়ে, গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রাখছে বিএডিসি। বিএডিসি'র বিভিন্ন কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন, ঘরে বসেই সার-বীজের তথ্য পাচ্ছে কৃষক মানসম্মত বীজ, সার ও উন্নত সেচ সুবিধা সরবরাহ করে কৃষি উৎপাদন টেকসই করতে অব্যাহতভাবে কাজ করছে বিএডিসি। সার ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে মিলছে বরাদ্দ ও মজুতের তথ্য। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। কৃষিই দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য, জীবিকা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ভরসা। কৃষকদের সহায়তা, কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থার বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। কৃষি উৎপাদন টেকসই করতে হলে শুধু জমি বা শ্রমই যথেষ্ট নয়, বরং মানসম্মত বীজ, উন্নত সেচ ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত সার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। বিএডিসি মূলত এসব দিককে কেন্দ্র করে কাজ করে থাকে।

বিএডিসি একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকারি সংস্থা যা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন থেকে কৃষকদের জন্য নানা ধরনের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করছে। ঢাকা শহরে প্রধান কার্যালয় হলেও বিএডিসি'র কার্যক্রম শুধু রাজধানী বা জেলা শহরে সীমাবদ্ধ নয়। এর সেবা সারা দেশে বিস্তৃত, এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কৃষকদের নাগালের মধ্যে রয়েছে বিএডিসি'র অফিস। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত এর মাঠপর্যায়ের নেটওয়ার্ক কৃষকদের সরাসরি সহায়তা করে থাকে। এই বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষকরা সহজে বীজ, সার এবং সেচ সুবিধা পেয়ে থাকে। এক কথায়, গ্রামীণ কৃষিব্যবস্থায় বিএডিসি এক অবিচ্ছেদ্য প্রতিষ্ঠান।

চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পরিচালনাপর্ষদের মাধ্যমে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো পাঁচটি উইং নিয়ে গঠিত-বীজ ও উদ্যান, ক্ষুদ্রসেচ, সার ব্যবস্থাপনা, অর্থ এবং প্রশাসন। প্রতিটি উইং নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে দেশের কৃষি উৎপাদন এবং উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করছে। বিএডিসির প্রধান দায়িত্ব হলো কৃষি উপকরণের টেকসই উৎপাদন, সংগ্রহ, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত ও অব্যাহতভাবে কৃষকদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কৃষি উপকরণ, যেমন বীজ, সার ও সেচ সরবরাহ করে যাচ্ছে। কৃষকদের উৎপাদন বাড়াতে ভূগর্ভস্থ এবং ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করাও কর্পোরেশনের অন্যতম দায়িত্ব। ফলে কৃষকরা সারা বছর বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের সুযোগ পাচ্ছে।

১৯৯৯ সালে প্রকাশিত এক সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিএডিসিকে নতুনভাবে পুনর্গঠন করা হয়। সেই সময় থেকে শুধু সেচ নয়, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনকেও গুরুত্ব দেয়া শুরু হয়। পরে বিভিন্ন সময়ে নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে বিএডিসি'র কাজের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়। ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদান, জি-টু-জি পদ্ধতিতে সার আমদানি, বীজ উৎপাদন কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, উচ্চফলনশীল জাতের বীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূলসহিষ্ণু জাতের বীজ উদ্ভাবন ও সরবরাহসহ কৃষি ও কৃষকবান্ধব কাজ করে যাচ্ছে বিএডিসি। এই সব কার্যক্রম কৃষি উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

বিএডিসি দেশের কৃষি খাতে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নানা প্রকার শস্যবীজ উৎপাদন ও বিতরণের মাধ্যমে কৃষকের আস্থা অর্জন করেছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় খরা, লবণাক্ততা ও বন্যাসহিষ্ণু জাতের বীজ উন্নয়ন করা হচ্ছে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বড় ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে শুষ্ক মৌসুমে ফসল উৎপাদনের জন্য সেচ অপরিহার্য।

বিএডিসি ক্ষুদ্র সেচের উন্নয়নে নানা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ভূগর্ভস্থ টিউবওয়েল, ডিপ টিউবওয়েল, লিফট পাম্পসহ বিভিন্ন সেচ

সুবিধা কৃষকদের সরবরাহ করা হচ্ছে। ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ খরচ কমানো, পানি অপচয় রোধ এবং পরিবেশবান্ধব সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। বিএডিসি নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে জি-টু-জি ভিত্তিতে সার আমদানি করে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। এর ফলে কৃষকরা সময়মতো প্রয়োজনীয় সার পেতে পারছে, যা কৃষি উৎপাদন বজায় রাখতে অপরিহার্য। বিএডিসি শুধু কৃষি উপকরণ সরবরাহ করছে না, বরং কৃষকদের মধ্যে আস্থা তৈরি করেছে। মানসম্মত বীজ ও সেচ সুবিধা পাওয়ায় কৃষকরা উৎপাদনে আগ্রহী হচ্ছে এবং আয়ও বাড়ছে।

বিএডিসির বিভিন্ন কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে বলে আমার সংবাদকে জানান প্রতিষ্ঠানটির জনসংযোগের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা এস এ এম এস এম সাঈব।

তিনি বলেন, অনলাইনে বিএডিসি'র নিবন্ধিত ডিলার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন ও নবায়ন ফি জমাদান করা হয়। যুগ্মপরিচালক (সার) কর্তৃক অনলাইন আবেদন যাচাই-বাছাইকরণ ও অনুমোদন এবং ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়নকৃত লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। আগে এক্ষেত্রে ৫টি ধাপ অনুসরণ করা হত, ১০ দিন সময় লাগত ও ০৬ জনের সম্পৃক্ততা ছিল। বর্তমানে সেবাটি ২টি ধাপে, ৩ দিনে ও ২ জনের সম্পৃক্ততায় কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে। অনলাইন প্রক্রিয়ায় সেবাটি বাস্তবায়ন করার ফলে সার ডিলারশিপ নবায়নে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে ডিলারগণ ঘরে বসেই অনলাইনে ডিলারশিপ নবায়ন করতে পারছে। এছাড়া ডিলার নিবন্ধন/নবায়ন এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অনলাইনে নির্ধারিত ফরমে বীজ ডিলার হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদন ফি ও নিবন্ধিত ডিলার কর্তৃক নবায়ন ফি জমাদান করা হয়। উপপরিচালক (বীজ বিপণন) কর্তৃক আবেদন যাচাই-বাছাইকরণ ও অনুমোদন এবং ডিজিটাল প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।

অনলাইন প্রক্রিয়া সেবাটি বাস্তবায়ন করার ফলে বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায় সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঘরে বে অনলাইনে সংশ্লিষ্টরা ডিলারশিপ

বিএডিসি'র সেচ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শেরপুর জেলায় স্থাপিত একটি সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাতকুয়া

নিবন্ধন/নবায়ন করতে পারছে। বীজ সংরক্ষণ ও বিতরণ সফটওয়ারের মাধ্যমে বিএডিসি'র সংশ্লিষ্ট বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, বীজ উৎপাদন কেন্দ্র , খামার এবং কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন ইত্যাদি থেকে দৈনিক সংগৃহীত বীজের তথ্য পাওয়া যায়। বিএডিসি'র বিভিন্ন বীজ বিতরণ অঞ্চল/ট্রানজিট (বীজ বিক্রয় দপ্তর) এবং বিভিন্ন বীপ্রকে/ বীজ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত বীজের তথ্য, দৈনিক বীজ বিক্রয়ের তথ্যাদি পাওয়া যায়। চাষিসহ অন্যান্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বিএডিসি'র চলতি বছর এবং বিগত বছরগুলোতে কী পরিমান ধান, গম ও ভুট্টা বীজ সংগ্রহ করেছে, কেজি প্রতি বীজের সংগ্রহ/বিক্রয় মূল্য এর তথ্যাদি Online এ দেখতে পাবেন এবং প্রয়োজনে প্রিন্ট নিতে পারবেন। অনলাইনে এ বিএডিসির বীজ সংগ্রহ কর্মসূচি দেখে কৃষক, ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তাদের কৃষি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। এ ছাড়া সার ব্যবস্থাপনা সফটওয়ারের মাধ্যমে সারের বরাদ্দ, মজুত, বিক্রয় ও বিতরণের সর্বশেষ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে বলেও জানান এ কর্মকর্তা।

তিনি বলেন, এ সফটওয়ারের মাধ্যমে কৃষকগণ সারের বরাদ্দ, মজুত ও বিতরণের তথ্যাদি ঘরে বসেই জানতে পারেন। কৃষকের যে সার দরকার তার মজুত আছে কিনা তা জেনে তিনি সার সংগ্রহ করতে পারেন। ফলে তার সময় ও শ্রমের অপচয় রোধ হয়। তাছাড়া বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণ এ সফটওয়ারের মাধ্যমে সারের বর্তমান তথ্যসহ বিগত বছরসমূহের সারের আমদানি, মজুত এবং বিতরণের তথ্য খুব সহজেই জানতে পারেন। এক সময় যেখানে কৃষকদের পর্যাপ্ত উপকরণ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগতে হতো, আজ সেখানে বিএডিসি নির্ভরতার জায়গা তৈরি করেছে। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের কৃষিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে।

এ পরিস্থিতিতে টেকসই কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করা জরুরি। বিএডিসি এ দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিকূলসহিষ্ণু বীজ, পরিবেশবান্ধব সেচ এবং সঠিক সময়ে সার সরবরাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি কৃষিকে আরও টেকসই করার পথে এগিয়ে নিচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর কার্যক্রমের ফলে কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, খাদ্য নিরাপত্তা মজবুত হচ্ছে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে। কৃষি উপকরণ উৎপাদন, সংগ্রহ, পরিবহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণের মাধ্যমে বিএডিসি বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।

উন্নত বীজ, সেচ ও সার সরবরাহের মাধ্যমে কৃষককে সহায়তা করে এই সংস্থা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যকর অবদান রাখছে। কৃষকের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজ ও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে বিএডিসি দেশের কৃষি উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে।

সংকলিত: দৈনিক আমার সংবাদ

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসের কৃষি

অগ্রহায়ণ: নবান্নের মৌ মৌ গন্ধে আর পিঠা পায়েসের সমারোহে অগ্রহায়ণের আগমন। এ সময় কৃষকের কাজের অন্ত নেই।

আমন ধান: আমন ধান কাটার ভরা মৌসুম। আমন ধান কেটে স্তুপ করে না রেখে মাড়াই করে ফেলতে হবে। গরু দিয়ে মাড়াই না করে কাঠ বা ড্রামের উপর ধানের আঁটি পিটিয়ে মাড়াই করা ভাল। ইদানিং প্যাডেল থ্রেসার দিয়ে মাড়াই কাজ অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। যন্ত্রটির দাম কম, সহজে বহনযোগ্য এবং কর্মক্ষমতাও ভাল। মাড়াই করা ধান ভাল করে শুকিয়ে পরিষ্কার করে তারপর গোলাজাত করতে হবে। বীজ ধানের ক্ষেত্রে ফুল আসার সময় এবং ধান কাটার আগে যে জাতের ধান লাগানো হয়েছে তা থেকে ভিন্ন জাতের বিজাত তথা -খাটো, লম্বা, আগে পরে ফুল আসা, রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। বীজের ক্ষেত্রে মাড়াই ঝাড়াই শুকানো সকল কাজ আলাদাভাবে করতে হবে। বীজ ধান দাঁত দিয়ে কামড় দিলে কট শব্দ হয় এমনভাবে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

বোরো ধান: বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উপযুক্ত সময় এখন। বীজতলা সাধারণত কম উর্বর জমিতে করা হয়ে থাকে। এটা কখোনো করা যাবে না। বরং উর্বর একটু উচু জমিতে প্রয়োজন মত জৈব সার দিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হবে। শীতে চারার বাড়ন্ত কমে গেলে ভোরে ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে প্লাবন সেচ দিলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়। জমিতে উর্বরতা ও চারার বাড়ন্ত অবস্থা অনুযায়ী সার ব্যবহার করতে হবে।

গম: এ মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে গম বীজ বপন করতে পারলে ভালো হয়। এর পরে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য গমের ফলন হেক্টরে প্রতি ৫ কেজি কমে যেতে পারে। গম চাষের জন্য জমি উত্তমরূপে চাষ করে একর প্রতি ৭০ কেজি ইউরিয়া, ৭০ কেজি টিএসপি ও ৫০ কেজি এমওপি সার নিয়মমাফিক প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রভোক্স বা অন্য ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজশোধন করে নিলে বীজ ও চারা গাছ রোগ বালাইয়ের আক্রমন থেকে রক্ষা পায়। সেচসহ হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি ও সেচ ছাড়া ১০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

আলু: এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে আলু লাগানো শেষ করতে হবে। উত্তমরূপে জমি প্রস্তুত করে সারি করে আলু লাগাতে হবে। প্রতি একর জমিতে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। প্রতি একরে ১২০:১২০:১৪০ কেজি হারে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি এবং ২৪০ কেজি খৈল সার দিতে হবে।

শীতকালীন সবজি: ইতোপূর্বে লাগানো ফুলকপি, বাধাকপি, টমেটো, বেগুন, মূলা, লেটুস, শালগম, গাজর ফসলের প্রতিটি গাছ আলাদাভাবে যত্ন নিতে হবে। এ সকল সবজির বীজ ও চারা লাগানো এ মাসেও অব্যাহত থাকে।

ডাল ও তৈল বীজ: ইতোমধ্যে স্বল্পকালীন সরিষাজাতে ফুল ধরা শুরু হয়েছে। সরিষার মাঠে মৌবক্স ব্যবহার করলে সরিষার ফলন বৃদ্ধি পাবে। মসুর, ছোলা, খেসারী মটর ফসল মাঠে বাড়ন্ত অবস্থায় থাকে। এসব ফসলের খুব একটা পোকামাকড় হয় না। রোগবালাই দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে। সয়াবিন ও বাদাম বীজবপন এ সময় শুরু করতে হবে।

পৌষ মাস: এ মাস হতে বোরো ধান লাগানো শুরু করা যায়। চারা উঠানোর ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যাতে শিঁকড় ছিড়ে না যায়। ২/১ টি সুস্থ সবল চারা লাইনে লাগাতে হবে। সব চারা না বাঁচলে শুন্যস্থান পূরণ করতে হবে। জমির উর্বরতার উপর ভিত্তি করে পরিমাণমত সার সুপারিশ মাফিক প্রয়োগ করতে হবে।

গম: গমের বাড়ন্ত অবস্থায় ফুল আসার আগে একবার হালকা সেচ দিলে ফলন অনেক বেড়ে যায়। সাধারণত গম ক্ষেতে পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না।

আলু: আলু ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। আলু আগাম ধ্বসা রোগ খুবই মারাত্মক এবং এতে আলুর ফলন শতভাগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবহাওয়া ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্নসহ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলে আলুর এ মড়ক রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ রোগ আক্রমনে প্রথম অবস্থায় গাছের পাতার উপরে ফ্যাকাশে দাগ পড়ে। পরে এ দাগের সংরক্ষণ ও বিস্তার দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ২/৩ দিনে সম্পূর্ণ গাছকে পঁচিয়ে ফেলে। এ রোগের প্রতিষধকরূপে রোগের অনুকূলে আবহাওয়া বিরাজ করলে প্রতি তিন দিন অন্তর ডাইথেন -৪৫ বা অন্য অনুমোদিত ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে।

ডাল ও তৈল: সরিষা ফসলে (দীর্ঘ মেয়াদজাত) হালকা সেচ দিতে হবে। সরিষার জাব পোকা দেখা দিলে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। বৃহত্তর বরিশাল পটুয়াখালী অঞ্চলে এ সময় মুগ বীজ বপন শুরু করতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে ডাল ফসলের জমিতে হালকা সেচ দিতে হবে।

অন্যান্য ফসল: এ সময়ে বৃষ্টিপাত হয় না বলে সবজি ও মসলা ফসলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে। এ মাসেই পটলের লতা লাগানো যেতে পারে।

'বিএডিসি'র বীজ বপন করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন'

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ এ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবং রবি মৌসুমে বোরো ধানবীজ, গমবীজ ও আলুবীজ বিতরণ কৌশল শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সেচ) জনাব মোঃ ইউসুফ আলী সহ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ গাজীপুরের বেলাইবিলসহ বিভিন্ন স্থানে সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষ্যে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন সংস্থার সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব সৌরেন্দ্র নাথ সাহা

'সবাই মিলে করি বৃক্ষরোপণ, বাঁচাই প্রকৃতি-বাঁচাই জীবন'- এই স্লোগানকে ধারণ করে নোয়াখালীর সুবর্ণচরে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন খামারের প্রকল্প পরিচালক মোঃ আজিম উদ্দিন

গত ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কৃষি ভবনের সেমিনার হলে বিএডিসি'র ৬৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন

বীজআলু বিক্রি

বিভিন্ন জাতের উচ্চ ফলনশীল আলুবীজ
আপনার নিকটস্থ বীজ ডিলার/বিএডিসি'র
বীজ বিপণন কেন্দ্র ও বিএডিসি'র আলুবীজ
হিমাগার থেকে পাওয়া যাচ্ছে।
আপনার পছন্দের জাতটি আজই সংগ্রহ করুন
অধিক ফলন ঘরে তুলুন।

বিএডিসি আলু১
সানসাইন
অগাম, নাবী ও রপ্তানি উপযোগী, ৬৫ দিনে ভালো ফলন দেয়, সুপ্তিকাল দীর্ঘ ৩/৪ মাস

বারি আলু২৫
এস্টারিক্স
সুস্বাদু ও রোগ প্রতিরোধী ভাইরাসমুক্ত জাত

বারি আলু৭
ডায়মন্ট
সুস্বাদু ও শিল্পে ব্যবহার উপযোগী জাত

বারি আলু৯০
এ্যালুয়েট
উচ্চ ফলনশীল ও লেটব্লাইট প্রতিরোধী

বারি আলু২৮
লেডিরোসেটা
প্রক্রিয়াজাতকরণ (চিপস, ফ্রেঞ্চফ্রাই, ক্রিপস ও ফ্লেক্স) শিল্পে ব্যবহৃত হয় ও উচ্চ শুষ্ক পদার্থযুক্ত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন , ১১২/২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।